Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১০ বৈশাখ ১৪৩৩

DU in Media

23 April 2026

The New Age

Yunnan University president calls on DU VC

Staff Correspondent

PRESIDENT of Yunnan University, China, Professor Ma Wenhui, called on Dhaka University vice-chancellor, Professor ABM Obaidul Islam, at the office of the DU VC on Wednesday.

He was accompanied by director of the Office of International Cooperation and Exchange Wu Yun, secretary-general of Alumni Association of the university Hu Jianfeng, deputy director of the Office of Science and Technology Division Prof Zhang Shilai, vice-dean of the Institute of International Relations Luo Weiwei and Chinese director of the Confucius Institute of Dhaka University Yang Hui, said a press release.

Treasurer of DU Professor M Jahangir Alam Chowdhury, director of the Institute of Modern Languages Professor Mohammad Absar Kamal, director of the Office of International Affairs Professor Syeda Rozana Rashid and head of the department of Chinese language and culture MM Afiqur Rahman Nahid were present on this occasion.

Later, a 6-member delegation led by Professor Ma Wenhui attended the annual board meeting of the Confucius Institute of Dhaka University at VC's meeting room.

During the meeting, Professor ABM Obaidul Islam expressed his willingness to work with Yunnan University to expand academic and research collaboration as well as create more learning opportunities for youth.

He said, 'The Confucius Institute of Dhaka University has become much more than a language teaching centre. This institute has been serving as a meaningful bridge for language education, cultural exchange as well as strengthening of people to people ties between Bangladesh and China.'

They discussed the possibilities of introducing dual degree programmes on artificial intelligence, chemical engineering, software engineering and vocational education between Dhaka University and Yunnan University, China in the meeting.

President of Yunnan University Professor Ma Wenhui calls on Dhaka University vice-chancellor Professor ABM Obaidul Islam at the DU VC office on Wednesday. — Press release

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ

আলোকিত ডেস্ক : চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মা ওয়েনহুই গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফিসের পরিচালক ড. উ ইউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হু জিয়ানফেং, সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিভিশনের উপ-পরিচালক অধ্যাপক ঝাং শিলাই, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ইনস্টিটিউটের ভাইস-ডিন ড. লুও ওয়েইওয়েই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা পরিচালক ড. ইয়াং হুই তার সঙ্গে ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ এবং চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান মি. এমএম আফিকুর রহমান নাহিদ উপস্থিত ছিলেন। পরে, ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মা ওয়েনহুই-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বোর্ড সভায় যোগদান করে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আজকালের খবর

জেন্ডার সমতা ও সামাজিক উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করবে দুই প্রতিষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা, যুব উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে আজ ২২ এপ্রিল ২০২৬ বুধবার উপাচার্যের সভাকক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পক্ষে সংস্থাটির কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আয়েশা বানু, অধ্যাপক ড. তানিয়া হক, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক (ইনফ্লুয়েন্সিং, ক্যাম্পেইন অ্যান্ড কমিউনিকেশন) নিশাত সুলতানা এবং সংস্থাটির উপদেষ্টা (জেন্ডার, ডাইভারসিটি, ইনক্লুশন অ্যান্ড প্রোটেকশন) সানজিদা আহমেদ-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে জেন্ডার সমতা, যুব নেতৃত্ব বিকাশ, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR), শিশু সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পাশাপাশি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম এবং নেতৃত্ব বিকাশমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক যুব দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস যৌথভাবে উদযাপন, শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সহায়তা প্রদান, নীতিনির্ধারণী সংলাপ আয়োজন এবং ক্যাম্পাসে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। চুক্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ প্রকল্প পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নীতিনির্ধারণী গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ মাঠপর্যায়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা, কারিগরি সহায়তা এবং উদ্ভাবনী উন্নয়ন কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, এই সমঝোতা স্মারক আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

ইনকিলাব

ঢাবির সঙ্গে প্লান ইন্টারন্যাশনালের ৫ বছরের সমঝোতা স্মারক সই

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা, যুব উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

গতকাল বুধবার ভিসির সভাকক্ষে এ সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এসময় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পক্ষে সংস্থাটির কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাবিহা ইয়াসমিন রোজী, প্রফেসর ড. আয়েশা বানু, প্রফেসর ড. তানিয়া হক, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক (ইনফ্লুয়েন্সিং, ক্যাম্পেইন অ্যান্ড কমিউনিকেশন) নিশাত সুলতানা এবং সংস্থাটির উপদেষ্টা (জেন্ডার, ডাইভারসিটি, ইনক্লুশন অ্যান্ড প্রোটেকশন) সানজিদা আহমেদ-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে জেন্ডার সমতা, যুব নেতৃত্ব বিকাশ, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (ঋজঐজ), শিশু সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পাশাপাশি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম এবং নেতৃত্ব বিকাশমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে।

The New Nation

Former Pro-VC Sayema Haque Bidisha poses for a photo session at the Dhaka University Career Club's women entrepreneurship event "Diva Unbound" on Wednesday. ■ NN photo

DU Career Club hosts 'Diva Unbound' entrepreneurship event

Staff Reporter

The Dhaka University Career Club has successfully organised a women entrepreneurship development event titled "Diva Unbound" on 22 April 2026 at the Teacher-Student Centre (TSC) Auditorium of the University of Dhaka, from 10:00 am to 5:00 pm. The event was sponsored by Eastern Bank PLC (EBL).

The day-long programme brought together emerging women entrepreneurs, students and corporate leaders. Focused on women's empowerment, entrepreneurship development and leadership building, the event turned into a vibrant and interactive platform. The programme began with an inspiring speech by Assistant General Secretary Isha. Later, Shakil Ahmed Himel, representative of Eastern Bank PLC, highlighted EBL's Women Banking initiatives and specialised financial services for women entrepreneurs.

আজকালের খবর

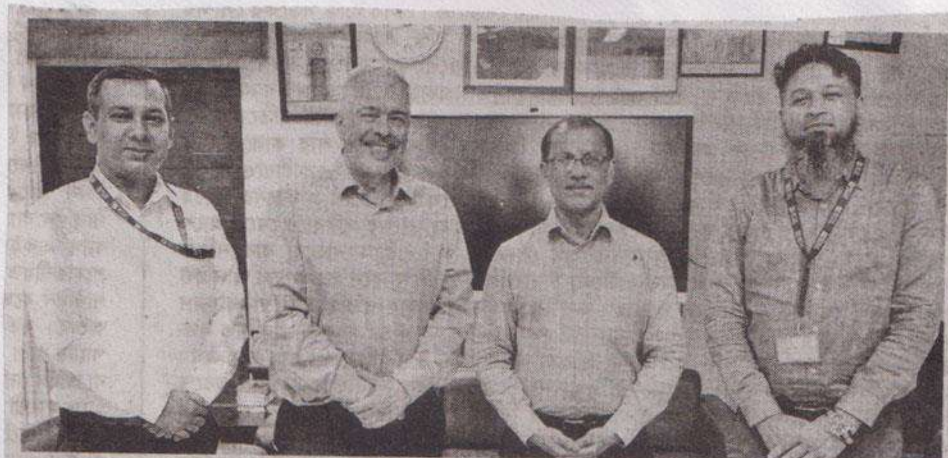

ঢাবি কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাক্ষাৎ

ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. স্টিফেন ফোর্বস আজ ২২ এপ্রিল ২০২৬ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী'র সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের শিক্ষা বিভাগের প্রধান মি. তৌফিক হাসান, অপারেশন ও নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান মি. নূর রাসেল এবং ফ্যাসিলিটিজ অপারেশন ম্যানেজার মি. ফরহাদুল আজিম তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বৈঠকে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে একাডেমিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

আজকালের খবর

ঢাবিতে 'আফটার দ্য সাইলেন্স' প্রদর্শনী

● আনন্দমেলা প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো 'আফটার দ্য সাইলেন্স' শীর্ষক একটি বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, যেখানে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি। অনলাইন চলচ্চিত্র প্লাটফর্ম ঈরহবসধঃধ-এর উদ্যোগে গত ২০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে অংশ নেয় ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভারত ও বাংলাদেশের নির্মাতারা। মোট ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারির মাধ্যমে তুলে ধরা হয় নারী, শিশু এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতার বহুমাত্রিক চিত্র। অনুষ্ঠানটির কিউরেটর ফারহানা ফারহা তার বক্তব্যে বলেন, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন বাস্তবতায় এই সহিংসতা নানা রূপে প্রকাশ পায়।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, শুধুমাত্র নারীরা নয়, হিজড়া, ট্রান্স উইমেন এবং শিশুরাও এই সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্রদর্শিত ১২টি চলচ্চিত্রকে তিনি 'প্রতিরোধের ১২টি কণ্ঠস্বর' হিসেবে অভিহিত করেন। নীরবতা ভেঙে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্য থেকেই এই আয়োজনের নাম রাখা হয়েছে 'আফটার দ্য সাইলেন্স'। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেলিভিশন-এর ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের চেয়ারম্যান সৈয়দ শাহজাদা আল করিম এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত। উল্লেখ্য, এই আয়োজনের সহ-আয়োজক হিসেবে যুক্ত ছিল টেলিভিশন-এর ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ। এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কালের কণ্ঠ

হাসি ফুটল সেই ম্রো তরুণীর মুখে

পিন্টু রঞ্জন অর্ক ▷

কালের কণ্ঠে সংবাদ প্রকাশ

বান্দরবানের দুর্গম পাহাড় থেকে উঠে এসে ইতিহাস গড়েছেন য়াপাও ম্রো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১০৫ বছরে এই প্রথম দেশের ম্রো জনগোষ্ঠীর কোনো তরুণী সুযোগ পেলেন এখানে। এই অর্জনে য়াপাওকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বান্দরবানে অন্য নৃগোষ্ঠীর তুলনায় ম্রোরা অনগ্রসর। স্বাধীনতার এত বছর পরও ঢাবির কোনো ম্রো তরুণীর পড়তে না পারা নৃগোষ্ঠীটির করুণ বাস্তবতাকে তুলে ধরে। য়াপাও এর ব্যত্যয় ঘটালেন।

বান্দরবানের রুমার ৩ নম্বর রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের নিশিপাড়ার বাসিন্দা য়াপাও। বিদ্যুৎ, মোবাইল নেটওয়ার্ক, সুপেয় পানি, হাসপাতালসহ অনেক কিছুই নেই গ্রামটিতে।

পড়াশোনার সূত্রে দ্বিতীয় শ্রেণির পর য়াপাওকে থাকতে হয় বাড়ির বাইরে। থানচি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থাকতেন যিহোবা ঝিরি ব্যাপ্টিস্ট মিশনে। এ সময়টায় বেশ কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে। মাত্র দুই বেলা খাওয়ার জুটত। ছুটিতে বাড়ি গেলে মা-বাবার সঙ্গে জুমে কাজ করতেন য়াপাও। এভাবে পড়েই ২০২৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়ে এইচএসসি পাস করেন তিনি। মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ঢাকায় থাকা ও কোচিংয়ের সুযোগ পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেন। সুযোগ পান সবগুলোতেই। পরে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। ১১ এপ্রিল য়াপাওয়ের জীবনসংগ্রামের গল্প ছাপা হয় কালের কণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনাম 'ম্রোদের প্রথম মেয়ে ঢাবিতে'। কালের কণ্ঠ অনলাইনে দিনভর সর্বাধিক পঠিত প্রতিবেদনগুলোর একটি ছিল এটি। আলোচিত প্রতিবেদনটি পড়ে অনেকেই স্যালুট জানায় তাঁকে।

য়াপাও ম্রো

য়াপাও তখন কালের কণ্ঠকে বলেছিলেন, 'বয়সের কারণে আগের মতো কাজ করতে পারেন না বাবা। আমার আরো তিন ভাই-বোন পড়াশোনা করছে। খরচ চালাতে প্রায়ই ধারদেনা করতে হয় বাবাকে। এখন আমার পড়াশোনার খরচ কিভাবে চলবে, বুঝতে পারছি না।' কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনের পর অনেকেই অদম্য য়াপাওয়ের পাশে দাঁড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। য়াপাও শেষমেশ বেছে নেন ধানমন্ডির বাসিন্দা শাহীন আখতারকে। তিনি বলেন, 'আমার বাবা আজহারুল হক চৌধুরী অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আমরা ভাই-বোনরা বাবার সেই ধারা অব্যাহত রেখেছি। কালের কণ্ঠে য়াপাওয়ের জীবনসংগ্রামের গল্প পড়ার পর ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমরা তাঁর পড়াশোনার খরচ বহন করব।' দারুণ খুশি য়াপাও বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পড়াশোনার খরচ জোগানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। সেটা কেটেছে দেখে ভালো লাগছে। শাহীন আপাকে ধন্যবাদ। কালের কণ্ঠের কাছেও কৃতজ্ঞ।'